আনসারি স্মরণিকা সিরিজ

শেষ যুগে বিশ্ব ঘটনাবলীর কেন্দ্রীয় ভূমিকায় মদীনার উত্থান

(Madinah returns to Center-stage in Akhir al-Zaman)

মূল রচনা: **শায়খ ইমরান নযর হোসেন**

অনুবাদ: **আবুল ফজল**

মুসলিম ভিলেজ

সূচিপত্র

আনসারি স্মরণিকা সিরিজ.....৪

হিজরী ১৩৪৩: দাজ্জালের ওসমানীয় উত্তপ্ত কড়াই থেকে বেরিয়ে মদীনা প্রবেশ করল দাজ্জালের সৌদি-ওহাবী জ্বলন্ত আগুনে ১১

জেরুযালেম বিশ্বমঞ্চের কেন্দ্রীয় স্থানে চলে এসেছে.....১৪

সেই মহাযুদ্ধ শীঘ্রই কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল বিজয়ের পথ খুলে দিবে ১৫

হাদীসে বর্ণিত কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল বিজয় কি সম্পন্ন হয়েছে? ১৭

মদীনা কেন্দ্রীয় ভুমিকায় ফিরে আসবে.....২২

কেন্দ্রীয় মঞ্চে মদীনার গুরুত্ব মক্কাকেও ছাড়িয়ে যাবে.....২৫

হিজরী ১৩৪৩: দাজ্জালের ওসমানীয় উত্তপ্ত কড়াই থেকে বেরিয়ে মদীনা প্রবেশ করল দাজ্জালের সৌদি-ওহাবী জ্বলন্ত আগুনে

হিজরী ১৩৪৩ সালে মক্কায় আরব সুলতান আব্দুল আজিজ ইবনে সাউদের হাতে ওসমানীয় তুর্কিরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। আগামী দশ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৪৪৩ হিজরীর রবি-উস-সানি মাসে, ইসলাম-বিশ্ব সেই ঘটনার শততম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে। প্রায় নব্বই বছর আগে (অর্থাৎ পোপ গ্রেগরীর পশ্চিমা খ্রিস্টান ক্যাথলিক ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৯২৪ সালের ৩০শে অক্টোবরে) নজদের সুলতানের অনুগত সেনারা মক্কা বিজয় করে এবং এর ফলশ্রুতিতে আব্দুল আজিজ নিজেকে নজদের সুলতান এবং হেজাজের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন।

আর মাত্র দশ বছর পরে সেই ঘটনার একশত বছর পূর্ণ হবে যখন মক্কা-মদীনা দাজ্জালের ওসমানীয় কড়াই থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সৌদি-ওহাবী আগুনে পতিত হয়েছিল। অতএব পাঠকদের মনে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, এতদিন যায়োনিস্ট ইঙ্গ-মার্কিন ইহুদি-খ্রিস্টান ঐক্যজোটের সাথে থাকার পরে সৌদি-আরব বর্তমানে যায়োনিস্ট ইসরাইলের সাথে কৌশলগত জোট বেঁধেছে। এবং এটা পরিষ্কার যে তারা ভণ্ড মসিহ দাজ্জাল, অর্থাৎ *আল-মাসিহ আদ-দাজ্জাল* বা অ্যান্টি-ক্রাইস্টের জন্য কাজ করছে। এটাই সম্ভবত নবী মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর সেই দৈব-স্বপ্নের অর্থ যেখানে তিনি দাজ্জালকে কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে দেখেছিলেন। এছাড়া আরও প্রমাণ রয়েছে যে, ওসমানীয় তুর্কিরা **সচেতন বা অচেতন** ভাবে দাজ্জালের হয়ে পশ্চিমা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সহায়তা করেছিল। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্যদেশীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় বা **রূমে**র বুকে ছুরি চালিয়ে তুর্কিরা এই জঘন্য কাজ ছ'শ বছর ধরে করেছিল। এটা দাজ্জালের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, কারণ পশ্চিমা খ্রিস্টান সম্প্রদায় ইহুদিদের সাথে জোট বেঁধেছিল এবং সেই

জেরুযালেম বিশ্বমঞ্চের কেন্দ্রীয় স্থানে চলে এসেছে

ছ'শ বছর ধরে মদীনা এক পিছিয়ে থাকা শহর হয়ে গিয়েছিল। তারপর এক নিশ্চুপ বিবর্ণ এক-চোখা বিশ্ববিদ্যালয় শহরে পরিণত হয়ে গেল। সেই সময় ইহুদি-খ্রিস্টান ইঙ্গ-মার্কিন জোট (যারা যায়োনিস্ট আন্দোলনকে এর গোড়াপত্তন থেকে পরিচর্যা করেছে) ক্রমবর্ধমানভাবে এবং সার্থকতার সাথে জেরুজালেমকে বিশ্বমঞ্চের কেন্দবিন্দুতে আনতে সক্ষম হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) যথার্থই বলেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ○ (سنن أبي داود)

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন: নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) বলেছেন: যখন জেরুযালেম প্রাধান্য লাভ করবে তখন ইয়াসরিব (মদীনা) তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। যখন ইয়াসরিব (মদীনা) গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে তখন মহাযুদ্ধ শুরু হবে। সেই মহাযুদ্ধের পরে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল বিজিত হবে। কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল বিজিত হবার পরে দাজ্জাল সামনে আসবে (অর্থাৎ সে বেরিয়ে আসবে)। এটুকু বলার পর তিনি (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) উরু চাপড়ে, অথবা বর্ণনাকারীর কাঁধে টোকা মেরে, বললেন: এটা তেমনই নিশ্চিত যেমন তুমি (মু'আয ইবনে জাবাল) এখানে বসে রয়েছ। (সুনান আবু দাউদ)

হাদীসে বর্ণিত কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল বিজয় কি সম্পন্ন হয়েছে?

নবী মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) ঐ বিজয়ের সেনাদের এবং তাদের নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش ○ (رواه الإمام أحمد في مسنده)

নিশ্চিত ভাবে তোমরা কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল বিজয় করবে, কতই না চমৎকার তার নেতা হবে এবং কতই না চমৎকার তার সেনারা হবে।

(মুসনাদ ইমাম আহমদ)

তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল দখল করার পর ১৯২৩ সালে ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কি প্রজাতন্ত্র গঠন করে এবং সরকারীভাবে ঐ শহরের নাম ইস্তাম্বুল করে দেয়। উপরন্তু, ঐ শহরের পূর্বে ব্যবহৃত নামগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে সাধারণ ব্যবহার থেকে 'কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল' নামটি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, এমনকি এখন মনে হয় নামটি ইতিহাসের জাদুঘরে চলে গেছে।

ইস্তাম্বুল কোনো নতুন নাম নয়। এটা অতীতে ব্যবহৃত নামগুলির একটি। তবে এই শহরের সবচাইতে বেশি পরিচিত নামটি ছিল কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল। অতএব, বুঝা যায় সর্বপ্রসিদ্ধ এই নামের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্য ছিল নামটিকে মুছে ফেলা। কেন এই শহরের নাম পরিবর্তন করা হলো এবং অন্যান্য নাম নিষিদ্ধ করা হলো, তার একটি কারণ রয়েছে। এই লেখায় সেই কারণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

মদীনা কেন্দ্রীয় ভুমিকায় ফিরে আসবে

মদীনা বর্তমানে একটি সৌদি-ওহাবী বিশ্ববিদ্যালয় শহর। এই রচনায় যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এই অপবাদ থেকে নগরটি খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে; এবং নাটকীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে নগরটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কেন্দ্রীয় ভুমিকায় দেখা যাবে। সেই সাথে বিশ্বের সকল মুসলমানের হৃদয় গর্বে ভরে উঠবে।

এই প্রতিপাদ্যের অংশ হিসাবে শেষ যুগ সম্পর্কে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করতে হয় যেখানে বলা হয়েছে যে, এক মহামারীতে (যাকে অতীতে প্লেগ বলা হতো) বিপুল সংখ্যক আরববাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে:

عن عَوْف بْن مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ○ (صحيح البخاري)

আউফ বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: আমি তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর কাছে গেলাম। তিনি একটি চামড়ার তাবুতে বসেছিলেন। তিনি বললেন: ছ'টি বিষয় গণনা করো, যা হবে শেষ সময়ের আলামত: আমার মৃত্যু; জেরুযালেম বিজয়; এক মহামারী যা তোমাদেরকে আক্রান্ত করবে (এবং বিপুল সংখ্যায় নিধন করবে) যেমন ভেড়ার পালকে প্লেগ

কেন্দ্রীয় মঞ্চে মদীনার গুরুত্ব মক্কাকেও ছাড়িয়ে যাবে

এটা সহজেই অনুমেয় যে, ইসরাইল যখনই বড় যুদ্ধগুলি শুরু করবে তখনই আরববাসীরা দলে দলে মক্কা এবং মদীনার দিকে ছুটতে শুরু করবে। এমনকি এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরই আরববাসীদের মধ্যে সেই চাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তারা এমনটি করতে পারে, কারণ সেই মহামারীর আশংকা, যা তাদেরকে নিধন করে দিবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আরববাসীদেরকে মক্কা এবং মদীনার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। প্লেগের মহামারী থেকে রক্ষা পাবার জন্য যখন মক্কা ও মদীনায় মানুষ উপচে পড়বে, তখন তাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে, যার এক দিকে থাকবে প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী দল আর অপর দিকে থাকবে দাজ্জালের সহযোগী দল।

যেসকল আরববাসীরা দাজ্জালের হয়ে কাজ করছে তাদের পরিচয় হলো এই যে, তারা লিবিয়ার শাসকদের উৎখাত করতে ন্যাটোকে নির্লজ্জ ও অনৈতিক ভাবে সমর্থন দিয়েছিল, আর এখন সিরিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরাইল-তুরস্ক-ন্যাটোর সহযোগিতা করছে। তারা ভুলে গেছে যে, কুর'আন মুসলমানদেরকে ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছে (সূরা মায়েদাহ, ৫:৫১), অন্যায় যুদ্ধকে হারাম করে দিয়েছে, আর ন্যায় বিচারকে নিশ্চিত করতে বলেছে।

মদীনায় যখন মুসলমানেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়বে, তখন ঘটনাপ্রবাহ তথাকথিত 'পবিত্র' সৌদি-ইসলামকে লজ্জায় ফেলে দেবে।

নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ:

عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ